58

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 01 JUL 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অধিবেশন শেষ

সন্ত্রাস নির্মূলে কমিটি গঠন, ছাত্রত্ব না থাকায় এ্যানীর সদস্যপদ বাতিল

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য ১২ সদস্যবিশিষ্ট একটি সিনেট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়াও গঠিত হয়েছে বিভিন্ন ৭টি তহবিল ও কমিটি। ছাত্রত্ব না থাকায় ছাত্রদল সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানীর সিনেট সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ৩ দিনব্যাপী বার্ষিক সিনেট অধিবেশনের শেষ দিনে গতকাল সোমবার এ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

গতকাল সিন্ডিকেটে তিনজন এবং ফিন্যান্স কমিটিতে একজন সদস্য মনোনীত হন। সিনেট কর্তৃক সিনেট সদস্যদের মধ্য হতে সিন্ডিকেটে একজন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ও একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন যথাক্রমে এডভোকেট সৈয়দ আহমদ এবং অধ্যাপক মোঃ শাহাদত আলী। সিনেটবহির্ভূত একজন বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিন্ডিকেট সদস্য মনোনীত হন এডভোকেট গাজীউল হক। এছাড়া ফিন্যান্স কমিটিতে সিনেট কর্তৃক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সদস্য মনোনীত হন অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী। এরপর সভায় প্রথম সংবিধির ৪৫(৪) ধারা অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য ছ' জনের একটি প্যানেল মনোনয়ন করা হয়। এই প্যানেলে যারা মনোনীত হন তারা হলেন এডভোকেট সৈয়দ আহমদ, এডভোকেট সৈয়দ রেজাউর রহমান, অধ্যাপক এম এনামুল হক, হাবিবুর রহমান খান, এডভোকেট ওজায়ের ফারুক এবং অধ্যাপক এম আখতারুজ্জামান। সিনেট সভায় আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি ও ফান্ড গঠিত হয়। এর সিনেট ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

সিনেট ঃ অধিবেশন শেষ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট ফান্ড। এর আহ্বায়ক হচ্ছেন এডভোকেট আবদুস সালাম তালুকদার এবং এর সদস্য সংখ্যা ১৮। স্যান্ডুইস প্রোগ্রাম এন্ড লিংকেজ প্রোগ্রাম কমিটি নামে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়- যার আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করবেন অধ্যাপক মোঃ মোস্তফা চৌধুরী। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক উন্নতি সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য ছ' সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়, এতে আহ্বায়ক হচ্ছেন অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরী। গতকালের অধিবেশনে বাজেট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের পরামর্শ দিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক আবু আহমদ, মাহফুজা খানম, আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, মোঃ খুরশিদ আলম, অধ্যাপক ইফতেখার গনি চৌধুরী, অধ্যাপক আমীনুর রশিদ, অধ্যাপক কে এ এম সাদউদ্দিন, মনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক খন্দকার নিজামউদ্দিন, অধ্যাপক সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমদ, মোঃ অহিদুজ্জামান, এডভোকেট সৈয়দ রেজাউর রহমান, অধ্যাপক এ টি এম জহরুল হক, অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার এবং অধ্যাপিকা সুলতানা শফি।

বিস্তারিত আলোচনার পর সিনেট কর্তৃক ১৯৯৭-৯৮ সালের বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়।

অধিবেশনের একপর্যায়ে ছাত্রদল সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানীর সিনেট সদস্যপদ বাতিল করা হয়। সিনেটে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি থাকেন। এর মধ্যে ৫ জন রয়েছেন ডাকসু কর্তৃক ছাত্র প্রতিনিধি। এদের একজন ছাত্রদল সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানীর ছাত্রত্ব নিয়ে গত রোববারের অধিবেশনে প্রশ্ন তোলেন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি ইসমত কাদির গামা। এ সময় এ্যানী জানান, তার ছাত্রত্ব এখনো আছে। তখন তিনি একটি রোল নম্বরও জানান। ইসমত কাদির গামার প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়ার পর জানা যায় যে, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানীর ছাত্রত্ব বিভাগীয় পরিচালক বেশ আগেই বাতিল করে দিয়েছেন। পরে রেজিস্ট্রার তার (এ্যানী) বরাবর একটি চিঠিতে জানিয়ে দেন যে, তার সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়বার ইসমত কাদির গামা গতকালের অধিবেশনে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে উপাচার্য অধিবেশনে একথা জানান। নিয়মানুযায়ী ছাত্রত্ব না থাকলে কেউ ডাকসুর ছাত্র প্রতিনিধি হতে পারেন না।

অপর এক সিদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বন্ধ না হওয়ার কারণে এ ব্যাপারে 'সন্ত্রাস নির্মূল' নামে ১১ সদসবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। উপাচার্য জানিয়েছেন, এ কমিটি যাতে তাদের যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারেন এজন্য অফিস, টেলিফানসহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। শাহজালাল মজুমদারকে আহ্বায়ক করে অন্য সদস্যগণ হলেন আক্তারুজ্জামান (এমপি), ডঃ হোসেন মনসুর, এডভোকেট ওজায়ের ফারুক, এডভোকেট সৈয়দ আহমদ, অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী, অধ্যাপক সাদ উদ্দিন, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, ইসমত কাদির গামা এবং ডাকসু কর্তৃক মনোনীত দু' জন সদস্য।

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নূরুল আমিন বেপারীর অধ্যাপক পদে উন্নীত হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে গিয়ে অধ্যাপিকা মাহফুজা খানম বলেন, তিনি যখন অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পান একই সময়ে তিনি তার পিএইচডি করেন। এ প্রশ্নে নূরুল আমিন বেপারী আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে জানান, তার সুপার ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি তখন কেবলমাত্র তার থিসিস জমা দিয়েছিলেন। পিএইচডি আগেই করেছেন। এ সময় ডঃ আনোয়ার হোসেন তার বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলেন, অধ্যাপিকা মাহফুজা খানমের কথা সত্য এবং নূরুল আমিন বেপারী যখন তার থিসিস জমা দেয়ার কথা বলেছেন আসলে তখনও তিনি তা জমা দেননি। তার প্রমাণ রয়েছে। এর পর বিভিন্ন সদস্যের মতভেদের কারণে অধ্যাপিকা মাহফুজা খানমকে আহ্বায়ক করে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি করা হয় আসল ঘটনার তদন্তের জন্য। এ কমিটির অন্য সদস্যগণ হলেন এ টি এম জহরুল হক ও অধ্যাপক আমিনুর রশীদ।